১) শূন্যস্থান পূরণ করো: ১x৩=৩

(ক) সবচেয়ে পুরোনো আদিম মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে _____ ।

উত্তর: সবচেয়ে পুরোনো আদিম মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে **পূর্ব আফ্রিকাতে**।

(খ) পাথরের যুগকে সাধারণভাবে পর্যায়ে ভাগ করা হয় _____।

উত্তর: পাথরের যুগকে সাধারণভাবে পর্যায়ে ভাগ করা হয় **তিনটে**।

(গ) আদিম মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শেখে _____ যুগে।

উত্তর: আদিম মানুষ প্রথম কৃষিকাজ শেখে **নতুন পাথরের** যুগে।

২) ঠিক-ভুল নির্ণয় করো: ১x৩=৩

(ক) হাতিয়ারের বিবর্তন আদিম মানুষের জীবনে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

উত্তর: ঠিক।

(খ) আদমগড়ের মানুষ পশুপালন করতে শিখেছিল।

উত্তর: ঠিক।

(গ) ভীমবেটকার গুহাগুলি উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত।

উত্তর: ভুল।

৩) স্তম্ভ মেলাও: ১x৩=৩

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ

হাোমাো হাবিলিস	সাোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা মানুষ
হাোমাো ইরেকটাস	বুদ্ধিমান মানুষ
হাোমাো স্যাপিয়েন্স	দক্ষ মানুষ

উত্তর:

ক-স্তম্ভ	**খ-স্তম্ভ**
হাোমাো হাবিলিস	দক্ষ মানুষ
হাোমাো ইরেকটাস	সাোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা মানুষ
হাোমাো স্যাপিয়েন্স	বুদ্ধিমান মানুষ

৪) দুটি-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : ২x৩=৬

(ক) ভীমবেটকার গুহার দেয়ালে কেমন ধরনের ছবি পাওয়া গেছে?

উত্তর: ভীমবেটকার গুহার দেয়ালে বিভিন্ন ধরণের অঙ্কনমূলক চিত্র পাওয়া গেছে ,যেখানে বেশিরভাগ চিত্রই আদিম মানুষের আঁকা ছিলো। ধরতে গেলে অঙ্কনের বিষয় বস্তু ছিল শিকারের দৃশ্য বা বলা যায় বেশিরভাগ ছবি ছিল শিকার কে কেন্দ্র করে। সেখানে ছিল বিভিন্ন ধরণের বন্য জীবজন্তুর ছবিও। এছাড়াও ছিল নানান পাখি , মাছ ,কাঠবেড়ালির মতো প্রভৃতি প্রাণীর ছবি। এইসব ছাড়াও দেয়ালের ছবিতে মানুষ কিভাবে দলবদ্ধ হয়ে, আবার কখনো একা শিকার করছে সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায়। সেইসব মানুষদের কারো কারো মুখে মুখোশ ,হাতে-পায়ে গয়না পরা ইত্যাদি দেখা যায়। অনেকসময় আবার মানুষের সাথে সাথে কুকুরকেও পাওয়া যায়। তখনকার বেশিরভাগ ছবিতে সাদা এবং লাল রং এর ব্যাবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়,আবার কিছু কিছু ছবিতে সবুজ ও হলুদ রঙের ব্যবহারও পাওয়া যায়।

(খ) পুরোনো পাথরের যুগে আদিম মানুষের জীবন কেমন ছিল?

উত্তর: ভূমিকা : পুরোনো পাথরের যুগের অস্ত্র ও জিনিসপত্র থেকে সেযুগের মানুষের জীবনযাত্রার একটি ছবি পাওয়া যায়।

I) দলবেঁধে খাবারের খোঁজে বেরোনো : পুরোনো পাথরের যুগে মানুষ একত্র হয়ে ফলমূল সংগ্রহ ,পশু শিকার এবং মিলেমিশে খাবার -দাবার ভাগ করে খেত।

II) হাতিয়ার :সেযুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করতো এবং হাতিয়ার গুলো ছিল প্রচন্ড এবড়ো -খেবড়ো ও ভারী।

III) পোশাক -আশাক :তখনকার মানুষ প্রচন্ড শীত এর হাত থেকে রক্ষা পেতে পশুর চামড়া ,গাছের বাকল ,ও পাতা লতা দিয়ে জামাকাপড় বানিয়ে পরত।

IV) খাবার -দাবার :পুরোনো পাথরের যুগের মানুষ পশুর মাংস ও বনের ফলমূল খেয়েই থাকতো।

(গ) আগুনের ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?

উত্তর: ভূমিকা :আগুন জ্বালানো শেখার পর আদিম মানুষের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন ঘটেছিলো। এর ফলে কিছু সুবিধাও হয়েছিল ,সুবিধা গুলো বিষয়ে নীচে আলোচনা করা হলো –

আদিম যুগের মানুষ আগুনের ব্যবহার যখন জানতো না তখন তাদেরকে কাঁচা মাংসই পেটের খিদার জালায় খেতে হতো কিন্তু আগুনের ব্যবহার শেখার পর তারা পশুর মাংসকে আগুনে পুড়িয়ে নরম এবং সুস্বাদু করে খেতে পারলো। প্রচন্ড শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে তারা আগুন জ্বালিয়ে শরীরকে উষ্ণ রাখতো। হিংস্র জীবজন্তু দের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে তারা গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে রাখতো। তারপর তাদের দাঁতের ও পরিবর্তন ঘটেছিলো। আগুনে পোড়ানো নরম মাংস খেয়ে তাদের দাঁত ছোট ও সরু হয়ে গেছিলো।

বাকি প্রশ্নের উত্তরের জন্য ছাত্র ছাত্রীরা পুরো টেক্সটবুক টাকে ভালোমতো পড়ে নিজে করার চেষ্টা করো